[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

□□□□□□□□□□□□ (□□ □□□□□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□ □□□□□- □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□-□□□□□□□□□ (□□□□□) □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□ □□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□, □□□□□□□ (□□ □□□□□□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□Ÿ□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ (□□ □□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□ □ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□

□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□Đ □□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□

নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান আসামির উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ছানার মাঝি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার আমবাড়িয়া পূর্বপাড়া এলাকার মৃত আবেদ আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২০ জুন খোকসার আমবাড়িয়া এলাকায় দশ বছরের এক কন্যা শিশু বাড়ির পাশে ছাগল আনতে যায়। এ সময় প্রতিবেশী ছানার মাঝি তাকে জোর করে পাটক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে।

ঘটনার পর দিন শিশুটির বাবা হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে খোকসা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯ (১) ধারায় মামলা করেন। মামলাটির তদন্ত শেষে ওই বছরের ৩১ জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ।

কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি আইনজীবী আব্দুল হালিম জানান, মামলার দীর্ঘশুনানি শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯ (১) ধারায় আসামি ছানার মাঝিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।

দামুড়হুদার দুধপাতিলা বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলা দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ।

বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার দুধপাতিলা বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরন উদ্বোধন করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্য অধিদপ্তরের অফিসার মোঃ মোশাররফ হোসেন,

দামুড়হুদা উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তরের আয়ূব আলী সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এছাড়া আরো ৫ টি বিল সহ মোট ৬ ট বিলে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়েছে, দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি পশুর হাট দুয়া বিল, দলকা- লক্ষীপুর বিল সহ বিভিন্ন স্থানে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শুরু

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে। প্রথম পর্বে নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন ২৭ জন আনসার সদস্য।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন প্রাঙ্গণে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি উপস্থিত থেকে ২৭ জন আনসার সদস্যদেরকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

এসময় এস এম মুরাদ আলি জানান, উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে পুলিশের সাথে ১২৭ জন আনসার ব্যাটালিয়ন এর সদস্য কর্মরত ছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৭ জন আনসার সদস্যকে নিজ ব্যাটালিয়ানে ফিরে যেতে হচ্ছে। এবং বাকিদের কেও পর্যায়ক্রমে পাঠানো হবে।

এখন থেকে কেবল পুলিশ বিভাগের সদস্যরাই ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন করবেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, হাসিবুল আলম, ডিবির ওসি জুলফিকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বেড়েই চলেছে শিশু শ্রমিক

শিশুরা সুন্দর। শিশুরা নিষ্পাপ। প্রতিটি শিশুই ফুলের মতো ফুটবার এবং সুন্দররূপে বিকশিত হবার দাবি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু সম্পদের অসম বণ্টন ও সামাজিক অসংগতির শিকার হচ্ছে অনেক শিশু। সেই সাথে করোনার থাবা। যাদের কচি হাত হয়ে ওঠেছে শ্রমের হাতিয়ার। করোনাকালিন সময়ে দির্ঘদিন স্কুল বন্ধ এবং অঘোষিত লকডাউনের ফলে নি¤œ শ্রেনীর মানুষের আয়ের উৎসও কমে গিয়েছে।

ফলে পারিবারিক চাহিদা ও অভাব অনটন মেটাতে বিভিন্ন কর্মে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে শিশুরা। কম টাকায় শ্রম পাওয়া যায় সেজন্য অনেকেই তাদেরকে কাজে লাগাই।
মেহেরপুর মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের জরিপ অনুযায়ি জেলায় শিশু শ্রমের হার ৭ শতাংশ। এদের বেশির ভাগই নি¤œবিত্ত পরিবারের। ওয়েল্ডিং, কারখানা, ব্রিক ফিল্ড, মালিক সমিতি, হোটেল ব্যবসায়ী, রাজ মিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি এ ছাড়াও মুদি দোকান, সেলুনের দোকান, মাছের ব্যবসা ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছে এই সমস্ত শিশুরা। মেহেরপুর জেলায় এ ধরণের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার ৬শ ৮৫ জন।

এছাড়াও করোনাকলিন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নি¤œবিত্ত পরিবারের শিশুদের মাঝে এক প্রকার হতাসা তৈরি হয়েছে। ফলে পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে তারাও নেমে পড়ছে অর্থ উপার্জনের পথে। এ ক্ষেত্রে পরিবার থেকেও দেওয়া হচ্ছে উৎসাহ। বর্তমানে অটো, নসিমন, করিমন, বাস, ট্রাক ও মটর গ্যারেজে এই ধরণের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অনেক। আবার অনেক ক্ষেত্রে লেখাপড়ার খরচ দিতে না পেরে এবং সংসারের অসচ্ছলতার শিকার একজন মা-বাবাকে বাধ্য করে তার সন্তানকে শ্রমে নিযুক্ত করতে।

রাধাকান্তপুর গ্রামের মহাসিন আলী ছেলে রাহিদ, ইসলাম ভ্যান চালকের ছেলে সুমন, রাজাপুরের শহিদুল ইসলামের ছেলে সবুজ কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। রাহিদ মটর গ্যারেজে, সুমন কাঠ মিস্ত্রি, সবুজ

আসাদুজ্জামান সেলিম বলেন, বর্তমানে মেহেরপুরেও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে শিশু শ্রমের হার ৭ শতাংশ। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র(মউক) এর উদ্যোগে ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিশুকে পুর্নবাসন করেছি। সেই সাথে যে সমস্ত শিশুরা এখনো শ্রমের সাথে জড়িত তাদেরও পুর্নবাসনের ব্যাপরে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছি।

মেহেরপুর শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা গোলাম সিদ্দিক বলেন, শিশু শ্রমের বিষয়ে করোনার আগে আমরা একবার মিটিং করেছিলাম। আমি শিশু শ্রম নিরসন কমিটির সদস্য হিসেবে আছি। এটা মূলত কুষ্টিয়া আঞ্চলিক অফিস থেকে দেখাশোনা করেন। তারপরও মেহেরপুরের বিষয়টি নিয়ে সামনের মিটিংএ আলোচনা করবো।

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর উপ মহাপরিচালক হসিবুজ্জামান বলেন, শিশু শ্রম নিরসন বা পুনর্বাসনের জন্য ইতিমধ্যে সরকার কাজ করছে। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থাকে। আমাদের মেহেরপুরে শিশু শ্রমের একটি তালিকা তৈরি করে তাদেরও সরকারিভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো।

কোটচাঁদপুরে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি” এই শ্লোগান নিয়ে অপরাধ দমন এবং পুলিশী সেবা বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর সভার ১,২,৩ নম্বর বিটের বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে স্থানীয় পৌর শহরের আদর্শ পাড়ার সনি আবাসিক হোটেল চত্তরে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান পিপিএম। এসময় তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। জনগণের জান মালের নিরাপত্তায় পুলিশ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশি সেবা জনসাধারণের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌছে দিতে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম,উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, মডেল থানার ওসি (তদন্ত) ইন্সপেক্টর ইমরান আলম,

পৌর ফাঁড়ি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আক্তারুজ্জামান লিটন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, পৌর আ.লীগের আহŸ◌ায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, যুগ্ন-আহŸ◌ায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সহ, রাজনৈতিক,সামাজিক,সাংবাদিক ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।

গাংনীতে নিজ উদ্যোগে রাস্তা মেরামতে স্কুল শিক্ষক

মেহেরপুরের গাংনীর রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি সড়কের ইট, পাথর ও পীচ উঠে যাওয়ায় যান চলাচলের অনুপযোগী। কোন কোন রাস্তার মাঝে খানাখন্দ। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় প্রতিনিয়ত। বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা থাকলেও কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিরা যখন উদাসীন ঠিক সেই মুহুর্তে নিজ উদ্যোগে সড়ক মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছেন শিক্ষক হাফিজুর রহমান মোকলেছ। তিনি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। নিজ ইউনিয়নের প্রধান সড়কসহ চারটি সড়কে প্রায় আড়াই কিলোমিটার সড়ক সংস্কার করে এলাকার মানুষের প্রশংসায় ভাসছেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের রাইপুর মাঠের মধ্যে হঠাত গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাছাড়া রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের সড়কের দুপাশ ভেঙ্গে ও গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বরদের জানানোর পরও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি

সংস্কারের। জনদুর্ভোগের কথা ভেবে তিনি নিজ উদ্যোগেই সংস্কার কাজে হাত দেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জনসেবার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে প্রশংসা করেছেন এলঅকাবাসি।

রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মঙ্গল জানান, স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বরদেরকে রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে জানানো হলেও কেউ কোন উদ্যোগ নেন নি। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি উদ্যোগে যে সংস্কার কাজে হাত দিয়েছেন তাতে সাধুবাদ জানাই। কৃষক আতিয়ার জানান, দীর্ঘদিন যাবত এলাকার জনগন দুর্ভোগে থাকলেও জনপ্রতিনিধিরা কোন উদ্যোগ নেয়নি রাস্তাটি সংস্কার করার। বিশেষ করে চাষিরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারে না। মকলেছ মাস্টার রাস্তা সংস্কার করায় সকলেই বেশ উপকার পাচ্ছেন এবং পাবেন। একই কথা জানালেন কৃষক আব্দুল মোতালেব।

হাফিজুর রহমান মোকলেছ জানান, বেশ কিছুদিন যাবত শিক্ষক শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসি রাস্তায় চলাচলে ও মাঠের ফসল ঘরে তুলতে কষ্ট পাচ্ছেন। জনপ্রতিনিধিরা কেউ এগিয়ে না আসায় এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যা খরচ হবে তা নিজেই বহন করবেন।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, একজন শিক্ষক হয়ে উনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটি নিঃসন্দেহে মহতি উদ্যোগ। সকলেরই এমন উদ্যোগ গ্রহন করা উচিৎ।

জনতার হাতে ধরা পড়লো সাইকেল চোর

মেহেরপুর নতুন পাড়া মোড়ে সাইকেল চুরি করার সময় সাইকেল সহ ধরা পড়ল সাইকেল চোর।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার দিকে মেহেরপুর নতুন পাড়া মোড়ে আলেয়া স্টোরের সামনে থেকে সাইকেল চুরি করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে সাইকেল চোর সেলিম (২৪)।

সেলিম কুষ্টিয়া দৌলতপুর থানার ৭ নম্বর ওয়ার্ড খলিসাকুন্ডি গ্রামের ছমীর আলীর ছেলে।

সাইকেলর মালিক সাইদুল জানান, সাইকেলের তালা ভাঙ্গছিলো এমন অবস্থায় সিসি ক্যামেরায় দেখে তাকে হাতেনাতে ধরা হয়।

এসময় সেলিমকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনগণ।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই ইকবাল জানান, সাইকেল চোর ধরার খবর পেয়ে আমরা সেখানে গিয়ে সেলিমকে থানায় নিয়ে আসি। বর্তমানে সেলিম থানা কাস্টডিতে আছে।

মেহেরপুরের রাধাকান্তপুরে কিশোরকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে মারধরের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলা রাধাকান্তপুর গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে জুনায়েদ আহম্মেদ লিখন (১৬) কে গভীর রাতে বাড়ি থেকে ডেকে এনে পিটিয়েছে একই গ্রামের মৃত সামসুল হোসেনের ছেলে জাহিদ (৩৫) সহ অনেকে । এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে রাধাকান্তপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। মারধরের শিকার জুনায়েদ হাসান লিখন বলেন, মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১১ টার দিকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ জালানার পাশে জাহিদ (৩৫) আমাকে ডাক দেয় বলে বাইরে আসো কথা আছে। আমি যখন বাইরে বাহির হয় তখন আমাকে বাড়ির পাশেই ভৈরব নদী সেখানে ডেকে নিয়ে যায়। ভৈরব নদীর ধারে পৌছালে পিছন থেকে কই এক জন এসে হাত, পা বেধে ফেলে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালিসহ এলোপাতাড়ে ভাবে মারতে থাকে। আর আমাকে বলতে থাকে তোর বাবাকে ফোন কর ফোন করে ২ লক্ষ টাকা দিতে বল না হলে তোকে এখানেই মেরে ফেলবো। ওদের মার যখন সহ্য না করতে পারি তখন জোরে জোরে চিৎকার করতে থাকি। আমার চিৎকারে আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন দ্রুত চলে আসতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আমাকে হাত, পা

বাধা অবস্থাতেই ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

ঘটনা স্থলে স্থানীয়রা পৌছালে দ্রুত জুবায়ের আহম্মেদ লিখন কে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন তিনি মেহেরপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসধীন অবস্থায় আছে।

স্থানীয় জানান, মৃত সামসুল হাসানের ছেলে জাহিদ হাসান কিছুদিন আগে বিদেশ থেকে বাড়িতে এসেছে। বিভিন্ন অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়েছে, তাকে সবাই চেনে মাস্তান নামে। বিএনপি নেতা হিসেবেও এক সময় দাপুটে ছিল জাহিদ। ৭ নং ওয়ার্ড আওয়ামিলীগের সহ সভাপতির নাতি ছেলেকে এইভাবে অপহরণ করে নির্যাতন করায় নিন্দা জানিয়েছেন অনেকেই। এ ঘটনার সুষ্ঠ বিচারও দাবি করেছে এলাকাবাসী।

এ ঘটনায় আসামীপক্ষরা পলাতক রয়েছে। এ জন্য তাদের বক্তব্য নেওয়া যায়নি।
Attachments area
Reply
Forward